بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৩/০৪ | মঙ্গলবার, ২২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ১৯/১১/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাবরী মসজিদের পক্ষে অবস্থান নেয়ায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কর্মী-সমর্থক গ্রেফতার:

হাসিনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার একটি ঘৃণ্য অপচেষ্টা

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার অংশ হিসেবে দালাল হাসিনা সরকার গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর ৫ কর্মী-সমর্থককে বন্ধুদের সাথে আড্ডারত অবস্থায় গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমে এই গ্রেফতারকে নিয়ে ব্যাপক প্রচরণা চালায় যাতে ভারতবিরোধীতা নিয়ে জনগণের ভীতির সঞ্চার করা যায়। উল্লেখ্য যে, গত ১৫ নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ বাবরী মসজিদের জায়গায় রামমন্দির স্থাপনে ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন এবং এই আগ্রাসনের মুখে নতজানু হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে, যার শিরোণাম ছিল: *"ভারতের হিন্দুত্ববাদের মুখে নতজানু বর্তমান বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন, এটাই বাবরি মসজিদের সম্মান পুনরুদ্ধারের একমাত্র নিশ্চিত পথ"*। বিশ্বাসঘাতক এই সরকারের নিকট ভারতের হিন্দুত্ববাদী চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচনকারী সত্যনিষ্ঠ এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে "ধ্বংসাত্মক" হিসেবে পরিগণিত! কতই না নির্লজ্জ এই সরকার যার নিকট মুসলিম উম্মাহ্ এবং বাবরী মসজিদের সম্মান পুণরুদ্ধারের মহান কাজকে "আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি" হিসেবে পরিগণিত! ন্যাক্কারজনক এই গ্রেফতারের মাধ্যমে দালাল হাসিনা সরকার মুসলিমদের এই সুস্পষ্ট ও কঠোর বার্তা দিতে চায় যে, তারা ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ বরদাস্ত করবে না, এমনকি হোক সেটা নিয়মতান্ত্রিক কোন আন্দোলন। এবং ঠিক তারই একটি ঘৃণ্য নমূণা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, যাকে ভারতবিরোধী সামান্য একটি ফেসবুক পোষ্টের জন্য হাসিনা সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী ছাত্রলীগ নৃশংসভাবে হত্যা করে।

আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, যালিম হাসিনা সরকারকে আবারও বলতে চাই, একটি মুহূর্তের জন্যও এটা ভাবার কারণ নাই যে আপনারা এসব ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কণ্ঠরোধ করতে পারবেন, কিংবা **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতাকর্মীদের মনোবল ও সংকল্পকে ভাঙ্গবেন। সাধারণ জনগণও এখন অনেক সজাগ ও সচেতন, তাদের কাছে আপনাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে প্রকৃত চেহারা প্রকাশ হয়ে গেছে। আর **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতাকর্মীরা আল্লাহ্ আয ওয়া যাল-এর নিকট কৃত ওয়াদা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারা উম্মাহ্ ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতাকে জাতির সামনে তুলে ধরে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক ও তাদের অনুগত দালালদের মুখোশ উন্মোচন করে যাবে, ইনশা'আল্লাহ্।

সরকারের অনুগত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্বৃত্ত সদস্যদের আমরা বলতে চাই, সাবধান হোন! শুধুমাত্র সত্যের দিকে আহ্বানের কারণে ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাধ্যমে যে অপরাধ আপনারা সংঘটিত করছেন তা কখনো ভুলে যাওয়া হবে না। জেনে রাখুন এটা এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যে, আপনাদের হুকুমদাতা বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্'র আসন্ন প্রত্যাবর্তনের পরে তাদের উপযুক্ত পরিণতি ভোগ করতে যাচ্ছে, যখন সকল নির্যাতনকারীদের কঠোর বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা হবে। এবং এটাও ভুলবেন না যে, হাসিনাকে মান্য করে খিলাফতের নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের মাধ্যমে আপনারা শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র ক্রোধই অর্জন করছেন। কারণ এটা আল্লাহ্'র ওয়াদা যে, কেউ এই দুনিয়ায় একজন ঈমানদারকে আতঙ্কগ্রস্ত করলে সে আখিরাতে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং, আপনারা কৃত গুনাহ্'র জন্য অনুশোচনা করুন এবং হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের দমন-নিপীড়নে সরকারের নির্দেশকে অমান্য করে নব্যুয়তের আদলে খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

<إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ>

"নিশ্চয়ই যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে নিপীড়ন করেছে, এবং অতঃপর তওবা করেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণার আযাব।" [সূরা বুরূজ: ১০]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ